৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
২য় অধ্যায় ঃ সু-শাসন
পাঠ পরিকল্পনা- ১ ও ২

আলোচ্য সূচী ঃ

১. সু-শাসন কি, সু-শাসন এর সংজ্ঞা।

২. সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাসমূহ।

৩. সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায়।

৪. সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়।

৫. সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬. সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সু-শাসনের গুরুত্ব।

➢ **দক্ষতার স্তর অনুযায়ী নিচের বিষয়গুলো পড়বে।**

জ্ঞান ও অনুধাবন	সু-শাসন কি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংস্থার দেয়া সংজ্ঞা, সুশাসনের গুরুত্ব।
প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা	সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমূহ। সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলোর সমাধান। সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা।

➢ **নৈর্ব্যক্তিকের জন্য পুরো অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়বে।**

শিখন ফল ঃ

★ সু-শাসন বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবে।

★ সু-শাসনের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

★ সু-শাসনের সমস্যা সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

★ সু- শাসনের সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

★ সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।

★ সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ সর্বোপরি সু-শাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
৪র্থ অধ্যায় ঃ ই-গভর্নেন্স ও সু-শাসন
পাঠ পরিকল্পনা- ৩, ৪ ও ৫

আলোচ্য সূচী ঃ

১. ই-গভর্নেন্সের ধারণা ও বিভিন্ন মনিষীদের সংজ্ঞা।

২. ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য ও ধরন।

৩. ই-গভর্নেন্স এর বৈশিষ্ট্য।

৪. সু-শাসন ও ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা।

৫. সু-শাসন ও ই-গভর্নেন্স এর প্রতিবন্ধকতা।

৬. ই-গভর্নেন্স এর প্রতিবন্ধতা উত্তরণের উপায়।

➢ **দক্ষতার স্তর অনুযায়ী নিচের বিষয়গুলো পড়বে।**

জ্ঞান ও অনুধাবন	ই-গভর্নেন্স এর সংজ্ঞাসমূহ এর বৈশিষ্ট্য। ই-গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য ও ধরণ।
প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা	ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা। ই-গভর্নেন্স এর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায় সমূহ। ই-গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য।

➢ **নৈব্যক্তিকের জন্য পুরো অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়বে।**

শিখন ফল ঃ

★ ই-গভর্নেন্স কি ও এর ধরনগুলো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

★ ই-গভর্নেন্স এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

★ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলো ও এর প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়গুলো জানবে।

★ সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
২য় অধ্যায় ঃ সু-শাসন
নমুনা প্রশ্ন-০১

'ক' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এখানে একটি নির্বাচতি সরকার রয়েছে। যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠীর একগুঁয়েমি, জবাবদিহিতার অভাব, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে এখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত।

(ক) আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী? ১

(খ) আইনের শাসন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে কোন ধরণের সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উক্ত রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও।

নমুনা উত্তর

(ক) আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ।

(খ) আইনের শাসন বলতে বোঝায় আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ থাকবে। কারো জন্য বেশি বা কম সুযোগ থাকবে না। শুনানী ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। আইন হতে হবে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট সহজবোধ্য। রাষ্ট্রের আইন হবে নিরপেক্ষ এবং বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন।

আইনের শাসনের অর্থ আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং আইন অনুযায়ী শাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনা করা, যেখানে সরকারের আচরণ হবে নিরপেক্ষ ও নিপীড়নমুক্ত।

(গ) উদ্দীপকে রাষ্ট্রটিতে সু-শাসনের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

★ সু-শাসন হলো- 'নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন' অর্থাৎ যে প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা থাকে, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক স্বাধীনতা সহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়াও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা থাকে তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে 'সু-শাসন' বলে।

(.....................)

★ সু-শাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান শতাব্দীর একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তেমন একটা পাকাপোক্ত বা দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি ফলে সরকার যারা গঠন করে তারা নিজেদের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য অনেক সময় নিজেদের মত করে আইন প্রণয়ন করে ফলে সু-শাসনের অভাব দেখা দেয়। সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

(.....................)

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
২য় অধ্যায় ঃ সু-শাসন
নমুনা প্রশ্ন-০২

সু-শাসন ধারণাটি বিংশ শতাব্দির শেষ দশক থেকে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা গুলো রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে সু-শাসনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ মনে করেন বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা বহুমুখী।

(ক) কোন সংস্থাটি সর্বপ্রথম সু-শাসনের ধারণাটি উপস্থাপন করেন? ১

(খ) স্বচ্ছতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) দাতা সংস্থাগুলো কেন সু-শাসনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন? ব্যাখ্যা দাও। ৩

(ঘ) সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা বহুমুখী- উদ্দীপকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমত পর্যালোচনা কর। ৪

নমুনা উত্তর

(ক) বিশ্ব ব্যাংক।

(খ) স্বচ্ছতার অর্থ পরিষ্কার, স্পষ্ট, দ্বৈত অর্থবোধকতার অনুপস্থিতিই হলো স্বচ্ছতা।

স্বচ্ছতা সু-শাসনের পূর্বশর্ত। স্বচ্ছতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হয় বেঝায়। যেখানে কোন গোঁজমিল বা অস্পষ্টতা থাকবে না। যাতে শাসক শাসিতের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তা পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকা। এতে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

(গ) সু-শাসনের ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। সাধারণভাবে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসনকে সু-শাসন বলা হয়। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ গুলোর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে সু-শাসন বিষয়টিকে উপস্থাপন করে।

এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সু-শাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটছে। শুধু তাই নয় দাতা সংস্থাগুলো বিভিন্ন শর্তারোপ করে্ণ

সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য পরিচালনা করে থাকে। দাতা সংস্থাগুলো সু-শাসনের অভাবকে অনুন্নয়নের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। তাই সু-শাসন প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে থাকেন।

(এ পর্যায়ে বই থেকে সু-শাসনের গুরুত্ব লিখবে)

(ঘ) বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রগুলো 'কল্যাণমূলক' রাষ্ট্রেররূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে শাসনের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সু-শাসন কখনো আকস্মিকভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্যতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের অভাব এবং দুর্নীতি সু-শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ। ফলে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুবিধা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(বই থেকে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যাগুলো লিখবে।)

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
৪র্থ অধ্যায় ঃ ই-গভর্নেন্স সু-শাসন
নমুনা প্রশ্ন-০৩

জনাব 'ক' ভূমি অফিসের একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। তিনি লক্ষ করলেন, ভূমি অফিসের কাজ দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে হচ্ছে না। তিনি জনগণের অর্থ ও সময়ের অপচয়রোধে প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা চালু করলেন। ফলে জনগণের দুর্ভোগ যেমন কমেছে তেমনি অফিসের জবাবদিহিতা ও নিশ্চিত হয়েছে।

(ক) G2G এর পূর্ণরূপ কি? ১

(খ) ICT কি? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) জনাব 'ক' কোন ধরণের গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত কার্যক্রম কীভাবে সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও। ৪

নমুনা উত্তর

(ক) Government to Government অর্থাৎ সরকারের সাথে সরকারের সম্পর্ক।

(খ) ইংরেজি ICT হলো Information and Communications Technology বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক প্রকার একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটি এমন এক ধরণের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা একক তার একক লিঙ্ক সিষ্টেম এর মাধ্যমে টেলিফোন, অডিও-ভিজুয়াল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে প্রযুক্তিকে প্রকাশ করা যায়। এটি বর্তমান বিশ্বের জনগণকে দিচ্ছে নূতন বিষয় জানার অবারিত সুযোগ।

(গ) উদ্দীপকে জনাব 'ক' অর্থ ও সময়ের অপচয়রোধে ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছেন। অর্থাৎ তিনি ই-ইভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন।

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে, সরকারি কার্যক্রম তথা রাষ্ট্রপরিচালনার যাবতীয় কর্মকান্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। শাসন কার্যে দ্রুতগতি আনায়নের জন্য ত্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানোই হলো ই-গভর্নেন্স।

* (এ পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংক ও জাতিসংঘের সংজ্ঞা দুটি বই থেকে লিখবে।)

* এর পরে ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রম বই থেকে লিখবে।

(ঘ) ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্যই হলো সু-শাসন প্রতিষ্ঠা।

* এ পর্যায়ে ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্যগুলো বই থেকে লিখবে।

* এ পর্যায়ে সু-শাসন ও ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা থেকে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো লিখবে।

* স্বচ্ছতা আনায়ন * দক্ষ ও সাশ্রয়ীপন্থা * তত্যের সহজলভ্যতা * দ্রুততা ও সুবিধাবৃদ্ধি

* সময় বাঁচায় * সরকারের জবাবদিহিতা * দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক * আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস।

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
৪র্থ অধ্যায় ঃ ই-গভর্নেন্স সু-শাসন
নমুনা প্রশ্ন-০৪

বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ.টি.এম কার্ড সুবিধা চালু করেছে। কিন্তু হ্যাকাররা এ সার্ভিসের মধ্যে ঢুকে নম্বর সংগ্রহ করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। যে কারণে অনেক কার্ডধারী নিঃস্ব হয়েছেন।

(ক) ই-গভর্নেন্স মানে কি? ১

(খ) ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের কোন প্রতিবন্ধকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

নমুনা উত্তর

(ক) ই-গভর্নেন্স হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সের সংক্ষিপ্ত পফ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে।

(খ) সংখ্যানির্ভর, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থায় গঠিত পদ্ধতিকেই ডিজিটাল পদ্ধতি বলে। যা এনালগ বা গতানুগতিক প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত।

ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে তথ্য সমূহকে বাইনারি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতির মূল উপাদান হলো কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন। যেসবের মাধ্যমে পরিবহনের টিকেট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় ও ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত করা হয়ে থাকে।

(গ) উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের ‘ওয়েব সাইট হ্যাকিং’ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। এটি হলো সাইবার অপরাধ।

বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি যতটা প্রসার হয়েছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিদের দৌরাত্মও বেড়ে চলেছে। ওয়েব সাইট হ্যাকিং এধরণের একটি অপরাধমূলক কর্মকান্ড যা

তথ্য চুরি বা লুকানো অথবা তথ্য নষ্ট করে দিতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে বিরাট অংকের অর্থও এই হ্যাকাররা আত্মসাৎ করে থাকে।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রযুক্তি এলেও এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফলে ই-গভর্নেন্সের সফলতা পরিলক্ষিত হয়না।

সাইবার অপরাধ যেকোন রাষ্ট্রের ই-গভর্নেন্সের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উদ্দীপকে উল্লেখিত অপরাধ সংগঠিত হলে ব্যাংক বীমা সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চরম অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। যা মূলত জাতীয় ক্ষতি।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

* (এ পর্যায়ে বই থেকে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়গুলো লিখবে।)

৯ম পর্ব

পৌরনীতি ও সু-শাসন- ১ম পত্র
৪র্থ অধ্যায় ঃ ই-গভর্নেন্স সু-শাসন
নমুনা প্রশ্ন-০৫

বাংলাদেশে পোলিও নির্মুলের জন্য প্রত্যেক শিশুকে পোলিও টিকা প্রদান করা হয় সরকারিভাবে। মোনা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। তার নয় মাস বয়সের একটি বাচ্চা রয়েছে। গ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও তার বাচ্চার টিকা দেয়া নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয় না, কারণ টিকা দেয়ার সময় হলে কয়েক দিন পূর্বেই তার মোবাইলে টিকা দিবসের তারিখ জানিয়ে সরকারের পক্ষ হতে SMS পাঠানো হয়।

(ক) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম কোনটি? ১

(খ) ই- সার্ভিসেস কি? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের মোনার পাওয়া সুযোগটি কি ধরণের সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

(ঘ) এ ধরনের কাজে সরকারের সময় বাঁচে এবং জনসাধারণও উপকৃত হয়- কথাটি বিশ্লেষণ কর।

নমুনা উত্তর

(ক) তথ্য প্রযুক্তি।

(খ) ই-সার্ভিসেস হলো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারি সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়া।

অর্থাৎ ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি থেকে শুরু করে সকল ধরনের সেবা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগনের কাছে দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেয়া।

(গ) উদ্দীপকের মোনার প্রাপ্ত সুযোগকে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা যায়। ই-গভর্নেন্সে এর মূল উদ্দেশ্য হলো জনগনের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা। জাতীয় টিকা দিবসের এই S.M.S এর মাধ্যমে সরকার জনগণের অতি কাছে আসতে পারছে।

নিম্নে ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো-

(বই থেকে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে, ই-গভর্নেন্সের)।

(ঘ) আধুনিক যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে করে তুলেছে অনেক গতিশীল। ফলে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এটি অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারকে নানাবিধ কাজে জড়িত থাকতে হয়। আবার জনগণও অতি অল্পসময়ে সরকারের কাছ থেকে অধিক সেবা পেতে আগ্রহী। জনগণ ও সরকার উভয়ের হাতেই সময় কম। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সময়েরও চাহিদা পূরণ সম্ভব।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সরকার একটি S.M.S এর মাধ্যমে সারা দেশের প্রতিটি জনগণকে জানাতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে সরকারের সময় যেমন বেঁচে গেল অন্যদিকে কয়েক দিন পূর্বে জানার কারণে বাচ্চা শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় টিকাটি সময়মত নিতে পারল। এতে করে প্রত্যক্ষভাবে জনগণেরই উপকার হলো।

বস্তুত: ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্যই সরকারি সেবা দ্রুত জগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। উক্ত প্রশ্নে এটিই হয়েছে।